যায়যায়দিন

01 FEB 2007
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ২

JAIJAIDIN
■ Dhaka ■ Thursday ■ 01 February 2007

প্রাইভেট ইউনিভার্সিটির ব্যাপারে গ্রান্টস কমিশনের রিপোর্ট

উচ্চ শিক্ষার প্রসারে দেশে ১৯৯২ সাল থেকে প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি পরিচালনার অনুমতি দেয়া হয়। সে থেকে আজ পর্যন্ত পঞ্চাশের বেশি প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু যে উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নিয়ে এসব উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলার অনুমতি দেয়া হয়েছিল, তা কতোটুকু পূরণ হয়েছে সেটা আজ ভেবে দেখার সময় এসেছে।

ইউনিভার্সিটি গ্রান্টস কমিশনের বার্ষিক রিপোর্টে বলা হয়েছে, প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিগুলো শিক্ষার চেয়ে বেশি প্রাধান্য দিচ্ছে ব্যবসাকে। প্রতিষ্ঠার শর্ত ভেঙে এসব ইউনিভার্সিটি প্রকৃত কাঠামোগত অবস্থা ও শিক্ষার গুণগত মান বজায় না রেখে ব্যবসায়িক স্বার্থকে বিবেচনায় এনে শিক্ষার্থী ভর্তি করাচ্ছে। নিয়মনীতির তোয়াক্কা না করে এবং গ্রান্টস কমিশনের নির্দেশনা অমান্য করেই চলছে অনেক প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি। এসব ইউনিভার্সিটির নেই কোনো নিজস্ব ক্যাম্পাস। প্রয়োজনীয় লাইব্রেরি এবং ল্যাবরেটরিবিহীন অবস্থায়ও চলছে অনেক ইউনিভার্সিটি। রিপোর্টে আরো বলা হয়েছে, এ ইউনিভার্সিটিগুলো মৌলিক শিক্ষার চেয়ে বাজারভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থার দিকে বেশি ঝুঁকছে। শিক্ষার্থী ভর্তি, শিক্ষা ও প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালনায় কমিশনের নির্দেশ অমান্য করছে বেশ কিছু প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি।

ইউনিভার্সিটি গ্রান্টস কমিশনের এ রিপোর্টে প্রাইভেট ইউনিভার্সিটির বেহাল অবস্থা পরিলক্ষিত হয়েছে। হাতেগোনা দুই-একটি ইউনিভার্সিটি ছাড়া বাকি সব প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিতে শিক্ষার গুণগত মান খুঁজে পাওয়া যাবে না। অথচ তাদের টিউশন ফি থাকে মধ্যবিত্ত পরিবারের নাগালের বাইরে। বর্ধিত হারে টিউশন ফি নিয়েও ছাত্রদের মানসম্মত শিক্ষা না দিতে পারার জন্য এসব ইউনিভার্সিটির বিরুদ্ধে অ্যাকশন নেয়া প্রয়োজন।

দেশে উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অভাব রয়েছে ঠিক, কিন্তু তাই বলে যেনতেন মানের উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খুলে মানসম্মত শিক্ষা না দিয়ে কেবল সার্টিফিকেট সরবরাহ করলে চলবে না। প্রতিটি উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মানসম্মত শিক্ষার বিষয়টি নিশ্চিত করা দরকার।

দেশে যেহেতু নতুন করে পাবলিক ইউনিভার্সিটি নির্মিত হচ্ছে না, তাই প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি নির্মাণকে উৎসাহিত করতে হবে। কেননা মানসম্মত শিক্ষা পেলে আমাদের দেশের ছাত্রদের বিদেশে পড়তে যাওয়ার প্রবণতা কমবে এবং সেই সঙ্গে বাচানো যাবে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা। তবে এগুলো নির্ভর করছে দেশের শিক্ষামান আরো উন্নত করার ওপর। শিক্ষার মান উন্নত না হলে ছাত্ররা বিদেশে ছুটতে বাধ্য হবে।

আরেকটি বিষয়ের দিকেও মনোযোগ দেয়া প্রয়োজন। সেটি হচ্ছে, প্রাইভেট ইউনিভার্সিটির টিউশন ফি বেশি থাকায় মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সন্তানরা সেখানে পড়তে পারছে না। উচ্চ শিক্ষার সুযোগ সবার জন্য উন্মুক্ত করতে হলে টিউশন ফির এ হার অবশ্যই কমিয়ে আনা প্রয়োজন। এছাড়া পড়া-লেখার পরিবেশ নিশ্চিত করতে প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিতে প্রয়োজনীয় সব অবকাঠামো থাকার ব্যাপারে গুরুত্ব আরোপ করতে হবে।

প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিসহ সব উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার মান উন্নত করতে ইউনিভার্সিটি গ্রান্টস কমিশনকে আরো বেশি তৎপর হতে হবে। অভিন্ন গ্রেডিং পদ্ধতি প্রবর্তন এবং সব উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার মাধ্যম ইংলিশ করলে তা ইতিবাচক ফল বয়ে আনবে বলেই মনে হয়।